Rur. Ahmad ...
P.O. & vill- Selbarash
via- Dharampasha
Dt Tippera

Reg. No. DA—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵৹ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৬/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৩শ বর্ষ, Fortnightly, Ahmadi, September, 8th, 1959 ৯ম সংখ্যা
২২শে ভাদ্র, ১৩৬৬ বাং ৪ঠা রবিউল আউয়াল ১৩৭৯ হিঃ,

জুমার খুৎবা

(সারানুবাদ)

"আল্লাহতালা তোমাদিগকে বাড়াইতে চান। সুতরাং, তোমরা তোমাদের কুরবাণীও পদে পদে বৃদ্ধি করিবে।"

এই খুৎবা হজরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আই;) ১৯৫৪ সনের ৩রা ডিসেম্বর তাং রাবওয়াতে প্রদান করেন এবং ২৯শে জুলাই, ১৯৫৯ তাং দৈনিক 'আলফজলে' প্রকাশিত হয়।

অনুবাদক ঃ—মোঃ এ, এইচ, এম আলী আনোয়ার সাহেব

সুরাহ ফাতেহা তেলাওতের পর বলেন ঃ—

মানুষের জীবনে তিনটি প্রধান পরিবর্ত্তনের সময় আছে। জন্ম ও জন্মাবধি বাড়িতে থাকা প্রথম কাল। এই কালে একদিন হইতে অন্য দিনের অবস্থা উন্নত এবং আজিকার দায়িত্ব কলাকার দায়িত্ব হইতে বড় হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, 'অদ্যকার' শব্দ দ্বারা আমরা নৈসর্গিক ২৪ ঘন্টা মনে করিতেছি না। বাড়িবার সময় এক একটা দিন অর্থে, কোন কোন সময়, ছয় মাস বা এক বৎসর বুঝায় এবং কোন কোন সময় ১৫ বা ২০ বৎসর বুঝায়। মানুষের জীবনের কোন কোন পরিবর্ত্তন ৩।৪ মাসে নিষ্পন্ন হয়। ছোট বেলায় প্রথম পরিবর্ত্তন কথা বলা, হাঁটা ও দাঁত উঠায় প্রকাশ পায়। এই পরিবর্ত্তনগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এগুলি একটি সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কোন কোন শিশু প্রথমে কথা বলা আরম্ভ করে। কোন কোন শিশু প্রথমে হাঁটা আরম্ভ করে। যাহারা নিকটে থাকে, তাহারা শিশুর এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিতে পায়। তারপর, এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়। যখন শিশু কেবল মাত্র ঘুমায় তখন ২৪ ঘন্টাই মায়ের তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিশুর ঘুম পর্য্যন্তই এই লক্ষ্যের সীমা। তারপর বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া শিশু কিছু বড় হইলে, তাহার মুখে বৃদ্ধ অঙ্গুলী চুষিতে থাকে। যাহারা পারে, তাহারা শিশুকে চুষনী ক্রয় করিয়া দেয়। দাঁত উঠা বা দাঁত বড় হওয়াকে ইহা সাহায্য করে। চুষনি ক্রয় একটি নূতন খরচ, পূর্ব্বে ছিল না। তারপর শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বালিশ, তোষক, দোলায় গাড়ী এবং কাপড় চোপড় তৈরী করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তারপর, তাহার বাড়িবার এমন এক সময় উপস্থিত হয়, তখন প্রত্যেক ছয় মাস পরে প্রথম পরিচ্ছদ ছোট হইয়া পড়ে। যে সকল গৃহে অধিক ছেলে পেলে থাকে, ঐ সকল গৃহে এই প্রকার কাপড় চোপড় সামলাইয়া রাখা হয়, যাহাতে অন্য ছেলে পেলের কাজে আসে।

জাতীয় উন্নতি

জাতির উন্নতির ব্যাপারও ইহারই অনুরূপ। একজাতি এক দিনই জন্মগ্রহণ করে ও উন্নতির চরমে পৌঁছে, কখনো এরূপ হয় না। কোরআন করীম হইতে জানা যায় যে, নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় তখন দাঁড় করান হয়, যখন পৃথিবীতে অনাচার চলে। যেমন, বলা হইয়াছে, "জহারাল্ ফাসাদু ফিল্ বাররে ও আল্ বাহরে" অর্থাৎ, হজরত রসুল করীম (দঃ) এর আবির্ভাবের মূল কারণ ছিল তখন জল ও স্থলে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। নবীগণের আবির্ভাবের সময় সর্ব্বদা এই প্রকারই ছিল। কোরআন করীমে খোদাতা'লা বলেন, "ইয়া হাসরাতান আলাল এবাদে মা ইয়াতিহিম মির রাসুলিন ইল্লা কানু বেহী ইয়াস্তাহযেউন।" অর্থাৎ, যখনই কোন নবী আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার চিন্তাধারা সমসাময়িক ভাব প্রকাশ হইতে সম্পূর্ন ভিন্নাকার থাকে। মানুষ তাঁহার ভাব সমূহকে পাগলামী বলিয়া মনে করে। এই কারণে লোকে তাঁহার সহিত ঠাট্টায় প্রবৃত্ত হয়। লোকে মনে করে যে, কেহও তাঁহার কথা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেনা। বস্তুতঃ, কোন জমাত, বিশেষতঃ 'এলাহী জমাত' তখনই গঠিত হয়, যখন জামানা ফ্যাসাদ ও খারাবীতে পূর্ণ হয়। কিন্তু কোন জাতি হঠাৎ গড়িয়া উঠেনা। বরং তাহাতে সময় লাগে। সুতরাং, যখন খোদাতা'লা বলিতেছেন যে, এমন কোন রসুল আসেন নাই যে তাঁহার সময়কার লোকগুলি তাঁহার প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে নাই, তখন ইহাই প্রকাশ পায় যে, ঠাট্টা বিদ্রূপ কখনো কোন বৃহৎ জাতির সহিত করা হয়না। যদি হজরত রসুল করীম (দঃ) এর সহিত দুই লক্ষের মধ্যে লক্ষ, দেড় লক্ষ লোক হইয়া পড়িত, বা দুই কোটির মধ্যে কোটী, দেড় কোটী লোক থাকিত, তবে অবশিষ্ট লোকের কোথায় এত সাহস হইত যে তাহারা তাঁহার সহিত ঠাট্টা করিতে পারিত? ঠাট্টা বিদ্রূপ একজই করা

হয় যে, সেই জাতি অন্যদের চেয়ে ছোট থাকে। কোরআন করীমে খোদাতা'লা বলেন, নবীগণের জমাতকে লোকে "শির জেমাতুন কালীলুন" বলিত তাহারা মনে করিত যে, ইহারা "মুষ্টিমেয় লোক।" ইহারাই উন্নতির ও জাগরণের স্বপ্ন দেখিতেছে। যে সকল উদ্দেশ্য তাহারা উপস্থিত করিতেছে তাহা সাধনের জন্য মহা শক্তিশালী জাতির প্রয়োজন। এই সকল কতিপয় ব্যক্তি তাহা কখন করিতে পারে?

বস্তুতঃ, নবীগণের জমাতগুলি প্রথমে সর্ব্বদা ছোট থাকে। কোন কোন সময় তো তাহাদের সংখ্যা এত অল্প থাকে। যে, রসুল করীম (দঃ) বলেন যে, কোন কোন নবীকে শুধু একজন মানুষ স্বীকার করিয়াছিল। এখন, এই একজন মানুষের প্রভাব অন্যান্য লোকের উপর কি হইতে পারিত? পরে এই সকল জমাত ক্রমে ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করে। তাহাদের সংখ্যা একজন হইতে দুইজন এবং দুইজন হইতে তিনজন এই প্রকারে বাড়িতে থাকে।

খোলা পুস্তক

হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জীবন ইতিবৃত্ত অপেক্ষা সুরক্ষিত ইতিবৃত্ত অন্য কোন নবীরই নাই। হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহীম, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসা (আঃ) এর জীবনী কতকটা সুরক্ষিত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস যোগ্য অবস্থা কোরআন করীমই বর্ণনা করিয়াছে। অন্য ইতিবৃত্তগুলি অধিক স্পষ্ট নয়। কিন্তু হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জীবন একটি খোলা পুস্তক স্বরূপ। তিনি 'সুরাহ ফাতেহা' লাভ করেন। ইহা স্পষ্ট বিষয় সমূহে পূর্ণ। সেইরূপ তিনি যে জীবন লাভ করিয়াছিলেন, উহাও 'খোলা পুস্তক' স্বরূপ ছিল। তাঁহার স্ত্রী সোহাগ, তাঁহার থু থু ফেলা, তাঁহার অজু করা, প্রস্রাব করা এবং পানাহার সকলই ইতিহাসে রক্ষিত আছে। তাঁহার ইতিহাসও 'সুরাহ ফাতেহ' খোলা পুস্তক। শত্রুগণ নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করে। আমরা তাহাদিগকে বলি, তোমরা এজন্য আক্রমণ করিতে পার, যেহেতু হজরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর জীবন চরিত খোলা পুস্তকরূপে সংরক্ষিত। যদি হজরত মুসা বা হজরত ঈসা (আঃ) এর জীবন চরিতের ন্যায় তাঁহার জীবন চরিতও 'বন্ধ পুস্তক' হইত, তবে তোমরা আপত্তি করিবার সুযোগ পাইবে না।

সুতরাং, তাঁহার জীবন চরিতের উপর প্রশ্নাধিক্য একথার আলামত নয় যে, তাঁহার উপর অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিক আপত্তি করা সম্ভবপর, বরং ইহা একথারই পরিচায়ক যে, তাঁহার জীবন চরিত একটি খোলা কেতাব স্বরূপে বিদ্যমান। বোরখা পরিহিতা কোন স্ত্রী লোক সম্বন্ধে বলা যায় না যে, তাহার চেহারায় আপত্তি কর কিছুই নাই। কাহারও চেহারা অনাবৃত থাকিলে নানা প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে। যদি কেহ বোরখা অপরিহিতা স্ত্রী লোকের তুলনা বোরখা পরিহিতা স্ত্রী লোকের সহিত করে, তবে সকলেই তাহাকে পাগল বলিবে। অন্যান্য নবীগণের জীবন চরিতের সহিত হজরত রসুল করিমের (দঃ) জীবন চরিতের তুলনাও এই প্রকার। তাঁহার জীবন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহার প্রত্যেক দিকই দৃষ্টি গোচর হয়। অন্যান্য নবীদের জীবন বন্ধ কেতাব স্বরূপ।

আমাদের জন্য আদর্শ।

সুতরাং, তাঁহার জীবন আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি যখন দাবী করেন, তখন প্রথমে শুধু এক ব্যক্তি (অর্থাৎ হজরত আবু বকর রাঃ) তাঁহার উপর ঈমান আনেন। যে সকল ব্যক্তি পরে বহু পদ লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এমন ছিলেন যে, প্রাথমিক সময়ে তাঁহার সহিত ভীষণ বিরোধিতা করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, খেলাফতের জামানার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সময় ছিল হজরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতের জামানা। কিন্তু তিনিও দীর্ঘ-কাল ব্যাপী হজরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর সহিত বিরোধিতা করিতে থাকেন। তারপর, তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরেও শ্রেষ্ঠ ইস্‌লামী সেনাপতি ছিলেন খালেদ-বিন্-অলীদ। তিনিও হিজরতের পর ৬ বৎসর পর্য্যন্ত রসুল করিম (দঃ) এর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারপর, খেলাফতের অবনতির সময় ইহার ভগ্ন সৌধকে রক্ষা করেন মাবিয়া (রাঃ)। তিনিও হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জীবনের শেষ প্রান্তে ঈমানি আনিয়া ছিলেন। হজরত রসুল করিম (দঃ) এর মক্কাস্থ জীবনে কেবল মাত্র ৮০।৯০ জন লোক ঈমান আনিয়াছিলেন। কাহারো কাহারো মতে তাঁহাদের সংখ্যা ২০০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত ছিল। এখন দেখ, যে ব্যক্তি তের বৎসর পর্য্যন্ত এই দাবী করিতেছিলেন যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে জয় করিবেন। যিনি এই ঘোষনা করিতেছিলেন যে, তাঁহার জমাত শেষ জয়লাভ করিবে এবং তিনি যে শিক্ষা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য শিক্ষার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে—যদি তাঁহার জমাতে ১৩ বৎসরে দুই শত বা তিন শত মাত্র লোক প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে বাহ্যিক ভাবে ইহাই গোচরীভূত হইতেছিল যে, ইহা এমন কোন বস্তু নয়, যদ্বারা পৃথিবীকে জয় করা যায়।

অবশ্য, একটি বিষয় ছিল এবং ইহাই নবীগণের সত্যতার লক্ষণ। হজরত রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "সুসের তু বির্-রুবে মায় সারাতা শাহর।" অর্থাৎ, কোন ভ্রমণ কারী একমাসে যেখানে পৌঁছিতে পারে, ঐ স্থান পর্য্যন্ত খোদা-তা'লা তাঁহার ভীতি পৌঁছাইয়াছেন। ফলে, তাঁহার প্রাথমিক ১৩ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বাণী আবিসিনিয়া, নজদ এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা-গুলিতে পৌঁছিয়াছিল।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর প্রতি দৃষ্টি পাত কর। তাঁহাকে যাহারা মানিয়াছিলেন প্রথম অবস্থায় তাঁহাদের সংখ্যা ৫০।৬০ জন মাত্র ছিল। কিন্তু সমগ্র হিন্দুস্থানে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। মক্কা হইতে পর্য্যন্ত ফতোয়া আনা হইয়াছিল। কিন্তু কতই মুষ্টিমেয় সেই জামাত। ইহাকে ভয় করিবার কোন কারণ ছিলনা। একমাত্র কারণ ছিল বাঘের বাচ্চা প্রথম দিনেও ব্যাঘ্র শাবক এবং ভেড়ার বাচ্চা শত বৎসর পরেও ভেড়ার শাবক মাত্র। এই প্রকার মুষ্টিমেয় জমাতেও লোকে এক প্রকার মান গৌরব দেখিতে পায়। সেই জন্য তাহারা উহার শত্রুতা করে।

সত্যের তুলদণ্ড

একবার একজন নবুওতের দাবীকারী আমাকে লিখিল, "আমি আপনাকে এত পত্র লিখিয়াছি। আপনাকে এত বই পুস্তক পাঠাইয়াছি। আপনি কোন উত্তর দেন নাই। আপনি অন্ততঃ সেগুলি রদ্ করুন? তখন আমি ভাবিলাম যে, এই পত্রের উত্তর অবশ্যই দিতে হইবে। আমি লিখলাম, প্রতিবাদও ভাগ্যবান লোকেরই করা হয়। হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) দাবী করিলে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আমরা আপনার বই পুস্তকের কোন রদ লিখি না। ইহা একথার সাক্ষ্য যে, আপনার সহিত খোদাতালা নাই। কথায় বলে, প্রভাতেই দিনের পরিচয় হয়।

উন্নত ধর্ম্ম

যখন কোন শিক্ষা প্রসার লাভ করিবার হয়, তখন উহাতে সম্পূর্ণতা পরিদৃষ্ট হয়। লোকে মনে করে যে, এই শিক্ষায় এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা অন্যকে মুগ্ধ করিতে পারে। কিন্তু যে শিক্ষায় এই প্রকার সৌন্দর্য্য থাকে না সম্পূর্ণতা থাকে না, উহাকে লোকে তুচ্ছ করে এবং উহার প্রতি মনোযোগ করা আবশ্যক মনে করে না। এক ইঞ্চি ভাল রেশমের টুকরা কেহ উপস্থিত করিলে কেহ

মনে করিবে না যে, উহা দ্বারা একটি আমা তৈরী হইবে। সেইরূপ, কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয় নিয়া দাঁড়াইলে বা কোন অর্থ নৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গী সংক্রান্ত তাহার শিক্ষা উপস্থিত করিলে, তাহা যতই ভাল হউক না কেন, ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। উন্নত ধর্ম্ম শুধু উহাই হইতে পারে, যাহার মধ্যে জীবনের প্রত্যেক বিভাগে হেদায়েত পাওয়া যায়। যদি কোন ধর্ম্ম জীবনের বিভাগীয় পথ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়, তবে লোকে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যে শিক্ষা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা জীবনের প্রত্যেক বিভাগেরই পথ প্রদর্শন করে। তিনি হজরত রসুল করীম (দঃ) এর কোরআন করীমের প্রদর্শিত নীতি সমূহকে বিশ্ববাসীর নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। এজন্য প্রত্যেকেই মনে করিল যে, এখন মানুষ এই শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিবে। পূর্ব্ববর্ত্তিদের নিকট দুই আনা, চারি আনা মুদ্রা আছে। আট আনা মুদ্রা, টাকা বা নোট তাহাদের নিকট নাই। তাহাদিগকে ভেণ্ডর (পোদ্দার) কিরূপে বলা যায়? ভেণ্ডরের নিকট, দুই আনা, চারি আনা, আট আনা মুদ্রা এবং টাকা প্রভৃতি সকলই থাকিতে হইবে। শুধু কয়েকটি পয়সা নিয়া বসিয়া কেহ ভেণ্ডর বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

হজরত রসুল করীম (দঃ) জগতে আসিলেন। প্রথম ১৩ বৎসরে ৮০-৯০ জন এবং কোন কোন রেওয়াএত মোতাবেক ২০০ বা ৩০০ লোক তাঁহাকে মানিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি দুর দুরাপি পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিল। আবিসিনিয়া ও নজদে তাঁহার শিক্ষা পৌছিল। আমীর উমারা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, আইনবিদ এবং বাদশাহগণ তাঁহার প্রতি মনোযোগ প্রদান আরম্ভ করিল। সেইরূপ হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)কে দেখ, তাঁহাকে যাঁহারা প্রথমে স্বীকার করেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৫০-৬০ জন মাত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার খ্যাতি দুরাপি বিস্তার লাভ করিল। ইহার মোকাবিলায় যাহারা দাবী করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের এলাকার বাহিরে কেহ জানিত না। ঐ সকল লোককে ৫০-৬০ জন ব্যক্তি স্বীকার করিলেও তাহাদের সম্বন্ধে কেহ মনে করে না যে, তাহারা পৃথিবীতে কোন পরিবর্ত্তন আনিতে সমর্থ হইবে।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর পূর্ব্বে ও পরে

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইসলামের উপর চারিদিক হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইত। কি ইহুদী, কি খৃষ্টান, কি হিন্দু সকলেই ইসলামের উপর আক্রমন করিতেছিল। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। এখন আমাদের অবস্থা এই যে, এমন কোন মায়ের সন্তান নাই যে, ইসলামের উপর যে কোন আক্রমণ করিলে তাহার উত্তর দেওয়া হইবে না। সুতরাং উন্নতির দিকে এক পা তোলা হইয়াছে। বীজ তোমাদের কাছে আছে। তাহা বপন করা হইয়াছে। তারপর তোমরা ঐ সময় লাভ করিয়াছ, যখন তোমাদের উন্নতি সুনিশ্চিত। ৫।৬ বৎসর বয়ঃকালে যেমন কেহ বলিতে পারে না যে, সে আর বাড়িবে না- তাহার ইচ্ছাশক্তির যোগ না থাকিলেও যেমন সে বড় হইতে থাকে, সেইরূপ খোদাতা'লা তোমাদের মধ্যে এমন রুহ পয়দা করিয়াছেন যে সঙ্কল্প কর বা না কর যে কোন অবস্থায় বাড়িতে থাকিবে।

কর্ত্তব্য কি?

পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের ছোট্টর পোষাক যেমন ৮।৯ বৎসরের বালক পড়িতে পারে না, সেইরূপ গত বৎসরের চাঁদা আগামী বৎসরের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের চাঁদা পূর্ব্বা পূর্ব্ব বৎসর বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি না করিবে যে পর্য্যন্ত তোমরা চাঁদা দাতাদের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি না করিবে, তোমাদের পোষাক তোমাদের দেহে খাপ খাইবে না। যদি তোমাদের খ্যাতির তুলনায় তোমাদের কাজ ও তোমাদের চাঁদা অল্প হয়, তবে তাহা প্রত্যেক দর্শকেরই চোখে পরিবে। তোমাদের কাজ এখন সকল জাতিরই সম্মুখে আছে। শরীর অনুযায়ী কাপড় না হইলে সকলের চোখেই বোধ হওয়ার ন্যায় যদি তোমাদের কোরবানী ও তোমাদের চাঁদা তোমাদের কাজের তুলনায় অল্প হয়, তবে তোমাদের এই ত্রুটি সকলের চোখেই ধরা পড়িবে।

কোয়েটায় একজন ফৌজি অফিসার আমার নিকট আসেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, একস্থানে আমাদের একজন মোবাল্লেগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি খুব ভাল কাজ করিতেছেন। কিন্তু তিনি দেখিতে পাইয়াছেন যে, আমাদের মোবাল্লেগ ভাল কাপড় বা ভাল খাদ্য পাইতেছেন না। মোবাল্লেগের অনেক বড় বড় লোকের সহিত মেলামেশা করিতে হয়। যদি তাঁহাকে ভাল কাপড় এবং ভাল খাদ্য সরবরাহ না করা হয়, তবে তিনি তবলীগ কিরূপে করিতে পারেন? ইতি পূর্ব্বে এক ব্যক্তি আমাকে লিখিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ, কোয়েটায় পরে যিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন) "আমি সিঙ্গাপুর হইতে আসিয়াছি। সেখানে আপনাদের মোবাল্লেগ কাজ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাল কাপড় বা ভাল খাবার তিনি পাইতেছেন না। তিনি ফকিরদের মত থাকেন। আমি আহমদী তো নই। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া এতখানি মর্ম্মাহত হইয়াছি যে, আপনাকে লিখা জরুরী মনে করিতেছি। যদি আপনি সেখানে কোন কাজ করিতে চান, তবে আপনাদের মোবাল্লেগদিগকে ভাল খাবার, ভাল পোষাক দিন।"

এই অভিযোগকারী বন্ধু তো আমাদের মোবাল্লেগগণের বাহ্যিক লেবাছ ও বাহ্যিক খাবার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন। আর আমার চিন্তা, আমরা আমাদের মোবাল্লেগদিগকে আধ্যাত্মিক খাদ্য সরবরাহ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক মোবাল্লেগের নিকট শত শত কেতাবের একটি লাইব্রেরী থাকা চাই, যাহাতে তিনি একই সময়ে শত দুই শত ব্যক্তিকে পুস্তক পড়িবার জন্য দিতে পারেন বরং যথার্থ ভাবে কাজ করিতে হইলে কয়েক সহস্র কেতাবের লাইব্রেরী থাকা উচিত। কোন মিশনে একশত কেতাব থাকিলে, উহাদের প্রত্যেকটিই অন্ততঃ ১০।১৫ খানা করিয়া থাকা উচিত। যাহারা সাক্ষাৎ করিতে আসে, তাহার জোড় ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা বসিয়া আলাপ করিতে পারে। তারপর, চলিয়া যায়। পুস্তক দেওয়া হইলে বাড়ীতে যাইয়াও পড়িতে পারে। এই প্রকারে তবলীগের অধিক ফল হইতে পারে।

একটি দৃষ্টান্ত

আমি কয়েকবার বলিয়াছি, সীমান্তের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খান ফকীর মোহাম্মদ খান সাহেব অফ চারসদা মরহুম (একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পরে তিনি সুপারিন্টেডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছিলেন।) একবার আমার সহিত দিল্লীতে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার ভাই মোহাম্মদ আকরাম খান সাহেব একজন আহমদী। আমি বেড়ানর উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড যাইতেছি। তিনি কোন কেতাব আমার ট্রাঙ্কে রাখিয়াছেন। তাঁহার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিবাহের কথা হইয়াছে। এমনিও তিনি আমার বড়। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, "আপনি একি করিয়াছেন? আমি বেড়াইতে যাইতেছি। কেতাব পড়িবার সময় কোথায়? তিনি মানেন নাই এবং বলিলেন যে, "যদি কখনো মনে হয় পড়িবে।" আমি বলিলাম, 'আচ্ছা রাখুন'।" বিলাত যাওয়ার

পর তিনি আমাকে পত্র লিখিলেন যে, তিনি আমার নিকট বয়েত হইতেছেন। পত্রে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার ট্রাঙ্কে কেতাব রাখা উল্লেখ করিবার পর তিনি লিখেন :—

"আমরা পাঠান। ইসলামের খেদমতের উৎসাহ আমাদের আছে। আমরা খাই, না খাই কোন কাফের বধ করিবার সঙ্কল্প আমাদের থাকে। এই জোশ আমার মধ্যেও আছে। আমি ইংলণ্ড পৌঁছিয়া এখানকার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকি। আমি সরকারী চাকুরে বলিয়া আমি কোন কোন প্রতিষ্ঠান দেখারও সুযোগ হয়। আমি দেখিয়াছি। আমাদের একটি কার্ত্তুজের মোকাবিলাতে ইহাদের নিকট লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি কার্ত্তুজ এবং আমাদের একটি বন্দুকের স্থানে ইহাদের লক্ষ লক্ষ বন্দুক আছে আরো কত উন্নত উন্নত অস্ত্র শস্ত্র আছে যাহা আমাদের নাই। আমাদের কোন উড়ো জাহাজ নাই। তাহাদের কত শত উড়ো জাহাজ। তাহাদের কারখানাগুলির ন্যায় আমাদের কোন কিছুই নাই।

ইউরোপের এই উন্নতি দেখিয়া আমার মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইল। আমি নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, এখন ইসলাম বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। আমাদের এই দুর্ব্বলতা ও উপায়হীনতা বিদ্যমান থাকিতে এতবড় শত্রুর মোকাবিলা আমরা কিরূপে করিতে পারি? তলোয়ার দ্বারা মারার জন্য অন্য ব্যক্তি দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয় হওয়া অত্যাবশ্যক। এখানে অবস্থা এই যে, আমরাই দুর্ব্বল, আমরাই উপায়হীন। শত্রু আমাদের চেয়ে কত শত গুণ শক্তিশালী। আমার অবস্থা পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িল।

গত সন্ধ্যায় গৃহে আসিয়া নৈরাশ্য সহ গৃহবাসীকে বলিলাম, মোহাম্মদ আকরম খান কোন কোন কেতাব আমার ট্রাঙ্কে রাখিয়াছেন, ঐগুলি চাই। হয় তো তাহাতে আমি সান্ত্বনা পাইতে পারি। ঘটনা ক্রমে, আপনার কেতাব 'দাওয়াতুল আমীর' আমার হাতে পড়িল। ইহার শুরুতে, ঘটনা ক্রমে, এই বিষয় নিয়াই আলোচনা ছিল যে, ইসলামের প্রারম্ভ কালে কেহ ইহার বিজয় লাভের আশা করিতে পারিত না। কিন্তু যাবতীয় বিরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও ইসলাম জয় লাভ করিবার পর কেহ ভাবিতে পারিত না যে, ইহার পতন হইবে। কিন্তু হজরত রসুল করীম (দঃ) এর এমন বহু ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এক সময়ে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত মোকাবিলার কোন উপায় ইসলামের থাকিবে না। বস্তুতঃ, তাহাই হইয়াছে, ভবিষ্যদ্বাণীতে যাহা বর্ণিত হইয়াছিল।

"ইহার পর আপনি ইসলামের উন্নতি সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্বানী আলোচনা পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, ইসলামের অবনতি সম্বন্ধে হজরত রসুল করীম (দঃ) এর ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হইয়াছে, তখন ইসলামের পুনঃ প্রাধান্য লাভের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা পূর্ণ হইবেনা কেন? যে সকল সামগ্রীর বিষয় একশত বৎসর পূর্ব্বেও কেহ ভাবিতে পারিত না, হজরত রসুল করীম (দঃ) ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। একশত বৎসর পূর্ব্বে যে নৈরাশ্যের কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না, ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে হজরত রসুল করীম (দঃ) ঐ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তি রাত্রিতে মুসলমান স্বরূপে ঘুম যাইবে, প্রত্যুষে সে কাফের হইয়া নিদ্রা হইতে উঠিবে এবং দিনের বেলা মোমেন রাত্রে কাফের হইয়া ঘুমাইবে।"

খান ফকির মোহাম্মদ খান তারপর লিখিয়াছেন যে, তিনি যতই কেতাবটি পাঠ করিতে লাগিলেন সম্পূর্ণ ছবি ততই উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল এবং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার নৈরাশ্য ঠিক নয়। তাঁহার বিবি তাঁহাকে ঘুমাইতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, কেতাব শেষ করিয়া শয়ন করিবেন এবং এই সঙ্কল্প করিলেন যে, আমার নিকট বয়েতের পত্র না লিখিয়া বিছানায় যাইবেন না। সে মতে তিনি ঐ পত্র লিখেন এবং বয়েত কবুল করিবার আবেদন করেন।

একমাত্র পথ

যাহা হোক, আমাদের মোবাল্লেগগণকে বহু পরিমাণে পুস্তক সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক প্রত্যেক দেশে এক একটি পুস্তক শত শত সংখ্যায় পাঠান কর্ত্তব্য, যাহাতে এক সময়ে লক্ষ, দেড় লক্ষ লোক আমাদের বই পুস্তক পড়িতে পারে। আমরা এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলে, ইহার সুনিশ্চিত ফল স্বরূপে জওয়ানবান, বুদ্ধিমান, ভদ্র ও খোদা তালার প্রেম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আসিতে আরম্ভ করিবেন এবং ইহা কখনো সম্ভবপর নয়, যদি আমাদের কোরবানীর মাত্রা সর্ব্বদা বৃদ্ধি পাইতে না থাকে। যদি আমরা এক স্থানে থামিয়া পড়ি, তবে আপন পর কাহারো কাছে আমাদের সম্মান থাকিবে না। সুতরাং এক মাত্র পথ হইল তোমরা সাহস ও উৎসাহ সহ কাজ করিবে। তোমরা খোদাতালার পথে খরচ করিলে, খোদাতালা তোমাদিগকে আরো দিবে। সুতরাং আমি তহরীক জদীদের মুজাহেদদিগকে বলিতেছি, প্রতিযোগিতা মূলে একজন হইতে অন্যজন আগে বাড়িবার চেষ্টা কর। দ্বিতীয় দপ্তরের অবস্থা শোচনীয় তাহাদের পা পিছনে হাঁটিতেছে। বৃদ্ধগণ অপেক্ষা যুবকদের তেজবান হওয়া উচিত। মহা বিক্রমে তাহাদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহর কুরব (নৈকট্য)

যদি কোন ব্যক্তি আর্থিক দিক, বা ঈমানের দিক দুর্ব্বলও হয়, তবু তান পূর্ব্বক হইলেও সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

হজরত রসুল করীম (দঃ) যখন 'উমরার' (ক্ষুদ্র হজ্জ) জন্য মক্কা যাত্রা করেন এবং 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে তাঁহাকে রোধ করা হয়, তখন তাঁহার এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে এই মর্ম্মে একটি সন্ধি স্থাপিত হইল যে, মুসলমান আগামী বৎসর 'উমরা' করিতে পারিবেন। তখন মক্কার মুশরিকেরা নিকটস্থ পাহাড়ে চলিয়া যাইবে। পর বৎসর হজরত রসুল করীম (দঃ) সাথীগণ সমেত 'উমরা' করিতে আসিলেন। তখন ম্যালেরিয়ার মোসুম। মদিনা হইতে মক্কা আসিবার পথে ম্যালেরিয়ার অঞ্চল অতিক্রমের সময় ইসলাম বাহিনীর অনেকের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেন। ম্যালেরিয়া মুসলমানদের হাড় মজ্জা শূন্য করিয়া দিয়াছিল। একজন সাহাবী বর্ণণা করিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়ার ফলে তাঁহাদের কোমরের হাড় বক্র হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহারা কোমর সোজা করিতে পারিতেন না। তাওয়াফের সময় মুশরিকেরা 'জবল আবুল কবিশ' নামক পাহাড় হইতে মুসলমানদের অবস্থা অবলোকন করিতেছিল। ঐ সকল ব্যক্তি মুসলমানদের আত্মীয়। সন্ধির ফলে তাহারা নিকটে আসিয়া মেলা মেশা করিতে পারিত না। তাহারা ভাবিল, চল, দূর হইতেই চেহারা দেখা যাক। এদিকে ম্যালেরিয়ার ফলে মুসলমানগণ কোমর সোজা করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের পাগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িতেছিল। সেই সাহাবী বলেন যে, তিনি তাওফের সময় বক্র হইয়া চলিতেন। কিন্তু 'জবল আবু কবিশের' সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় তিনি কোমর সোজা করিয়া দর্পের সহিত চলিতেন এবং ঐ স্থান হইতে দূরে যাইয়া আবার কুব্জ হইয়া চলিতেন। তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর হজরত রসুল করীম (দঃ) তাঁহাকে ডাকিলেন এবং তাঁহার নাম নিয়া বলিলেন, "তুমি একি করিতেছিলে? 'আবুল কবিশের' নিকটে আসিয়া তুমি দাম্ভিকের ন্যায় চলিতে কেন?" তিনি বলিলেন, "রসুলুল্লাহ,

ম্যালেরিয়া আমাদের হাড় শুষ্ক করিয়া দিয়াছে। কোমর সোজা করিয়া চলিতে পারিতাম না। কাফেরগণ আমাদের অবস্থা দেখিতেছিল। আমি ভাবিলাম, তাওয়াফ করিতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাই। কাফেরেরা মনে করিবে যে, ম্যালেরিয়ায় মুসলমানেরা বলহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহারা বেশ শিকার। এই জন্য আমি তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় কোমর সোজা করিয়া দর্পসহ চলিতাম এবং ঐ স্থান হইতে দূরে যাইয়া আবার কুব্জভাবে চলিতাম!" হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিলেন, "দাম্ভিকের মত চলা আল্লাহ তা'লার বড়ই অপছন্দনীয়। কিন্তু এই ব্যক্তি দাম্ভিকের ন্যায় চলায় খোদাতা'লা বড়ই প্রীত হইয়াছেন।"

বস্তুতঃ কোন কোন সময় মানুষ তাহার দুর্ব্বলতার অবস্থায়ও খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করিতে পারে। যদি তোমরা কোরবাণীর দিক দিয়া দুর্ব্বল থাক, বা আর্থিক দিক হইতে দুর্ব্বল হও, বা অন্য কারণে দুর্ব্বল থাক, তবে এখন ইস্‌লাম ও আহামদীয়তের জন্য তোমাদের কোরবানীর প্রয়োজন আছে বলিয়া তোমরা ভান করিয়া হইলেও দর্পের সহিত চলিবে। যদিও তোমরা এই কোরবানী দ্বারা সন্তুষ্ট হইবে না, কিন্তু আল্লাহ তা'লার ইহারও প্রয়োজন আছে বলিয়া তোমাদের সঙ্কোচজনক কোরবানী বাহ্যিক ভাবে একটি গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য 'নেকী' (প্রকৃত পুণ্য কার্য্য) হইতেও অধিক সওয়াবের কারণ হইবে। কারণ প্রত্যেক 'নেকী' দ্বারা বহু নেকীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যে কাজের ফলে নেকীর তৌফিক পাওয়া যায় না উহার সম্বন্ধে মনে করিবে যে, প্রকৃতপক্ষে উহা নেক কাজ ছিল না। সেইরূপ, আপাত দৃষ্টিতে কোন কাজ যথার্থ হওয়া মনে না হইলেও যদি উহার ফলে কোন নেকীর তৌফিক পাওয়া যায়, তবে তাহাও সওয়াবের হেতু হয়।

উন্নতির যুগ ও দায়িত্ব

সুতরাং আমি জামাতের বন্ধুগণকে তাঁহাদের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী হইতে বলিতেছি। তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করুন এবং অধিক চেয়ে অধিকতর ওয়াদা লিখান। তারপর, শীঘ্র শীঘ্র ওয়াদাপূর্ণ করিতে তৎপর হউন। সেইরূপ নূতন নূতন লোককে তহরীক পূর্ব্বক তহরীক জদীদে শামিল করুন। প্রতি বৎসর তোমাদের চাঁদা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ, তোমাদের কাজ প্রতি সনই বৃদ্ধি পাইবে। এ বৎসর তোমাদের কোরবানী আগামী বৎসর কাজে আসিবে না। আল্লাহ তালা তোমাদিগকে বাড়াইতেছেন। শিশু যেমন বড় হইতে থাকে এবং বড় হওয়া বন্ধ করা তাহার ইচ্ছাধীন নয়, সেইরূপ তোমাদেরও ঐ সময় উপস্থিত, যখন প্রাকৃতিক বিধান স্বতঃই তোমাদিগকে বড় করিতে থাকিবে বৃদ্ধি করিতে থাকিবে! সুতরাং তোমাদের আজিকার কোরবানী আগামীকাল কাজে আসিবেনা কারণ, তোমাদের পা আপনিই সম্মুখে অগ্রসর হইবে। কাজেই কোরবানীও বাড়াইতে হইবে।

আধ্যাত্মিক চির যৌবন

আধ্যাত্মিক ভাবে এই সময় তোমাদের জন্য অতি মোবারক। যদি তোমরা বৃদ্ধ না হওয়ার জন্য দোয়া করিতে থাক, তবে তোমাদের চির যৌবন থাকিবে। দৈহিক ভাবে কেহ যুবা থাকিতে চাহিলে, ইহার অর্থ সে বৃদ্ধ হইবে না যৌবনেই তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কোন জাতি সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে উহা সর্ব্বদা যুবা থাকিবে, তবে কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ না করিলে বাস্তবিক যুবাই থাকিবে। দৈহিক জীবনে যুবার বৃদ্ধ হওয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে কোন জাতি বৃদ্ধ হওয়া জরুরী নয়। যদি কোন জাতি কোরবানী করে এবং খোদাতালার সহিত মামেলা দুরস্ত রাখে, তবে ঐ জাতি চির যৌবন ভোগ করে। আল্লাহ তালা বলেন, "ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়েরু মা বে-কাউমিন হাত্তা ইউগাইয়েরু মা বে-আনফুসেহিম।" অর্থাৎ, আল্লাহতালা দৈহিক জীবনে বার্দ্ধক্য নিশ্চয়ই আনয়ন করেন

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

দোয়ার দরখাস্ত

আবদুল মতিন চৌধুরী বি-এ, বি-টি।

আহমদীর তুচ্ছ তিন্‌কা আমি
দোয়া করা সেত কিছু নয়
মৃত্যু। মুস্তাজের আমরা
আল্লাহর আনসারগণ সাথে
করে হবে সানন্দে পরিচয়!

মানব ভাগ্য মহিহ মাউদ স্বর্গের খাজানার চাবি
সুখ শান্তির অফুরন্ত ধারা স্বপ্নেও কভু নাহি ভাবি।
ফজলে ওমর, ওমর বর্দ্ধক দোয়া
আহমদী-দিলের দরদ আল্লাহর আরশ ছোঁয়া!
দোয়ার-মহাশক্তি স্রোতে ভাসছে বিরাট জাতি
বিশ্বময় শান্তি স্বর্গ রাজ্য পাঁতি।
যত দোয়া তত বরকত তত ফজলে রব্‌
বিশ্ব মানব হাহাকার মাঝে
আঞ্জোমন দ্বীপবাসির শান্তির উৎসব।

দোয়ার বানে আনবে বিজয় রাজ রাজ্য কত শত শত
সগৌরবে ভর্ত্তি হবে বাদশাহ হাকিম কত!
দয়ার তরী—মাহদীর তরী—
নূহ্‌ নিরাপদ!
বোঝাই করা পণ্য দ্রব্য
আসমানী সম্পদ।

ফেরস্তারা আকাশ হতে দেখবে তামাসা
বাদশাহরা গোলামী করে খোদ্দামগণ শাহ!!

নূরে মোহাম্মদীয়া

জনৈক ভ্রাতার প্রশ্নোত্তর

লিখক :—মোঃ এ, এইচ, এম্ আলী আনোয়া সাহেব।

যে নূরের কথা হজরত মসিহ মাউদ আলাই হেস্ সালাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি দেদীপ্যমান সত্য। 'নূর' অর্থ কি? ইহা আরবী শব্দ। ইহার অর্থ জ্যোতিঃ। সে জ্যোতি কি? ইহা ইমানের জ্যোতিঃ, ইমানের আলো। অতএব, ইহা আধ্যাত্মিক ইহাতে সন্দেহ কি? ইহার যে বিকাশ হয় তাহাও অন্তর্দৃষ্টি বাদে কে অনুভব করিতে পারে? খোদাতালা বার বার কোরআন শরীফে বলিয়াছেন। তিনি আঁধার হইতে মোমেনগণকে আলোতে আনয়ন করেন। যদি 'কুফর' এবং 'ইমান' একই হয়, তবে 'কুফর' ছাড়িয়া মানুষ ইমান আনিবে কেন? কাফেরদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'ও ইয়ুখরেজুনা হুম্ মিনান্ নূরে ইলাজ জুলুমাত—তাহাদিগকে আলো হইতে আঁধারে নিয়া যাওয়া হয়। আরো বলা হইয়াছে, "কাফেরগণ আল্লাহর নূর তাহাদের মুখের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাহা পূর্ণ করিবেন, যদি কাফেরগণ তাহা ঘৃণা করিবে। (সুরাহ তাউবা ও সুরাহ কাফ)।

কোরআন শরীফে অন্যূন ৪৪ বার 'নূর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটিকে নিয়া আলোচনা করিলে কোন এক প্রবন্ধে তাহা শেষ করা যায় না। 'আহমদী' বৎসরের পর বৎসর ব্যাপী লিখিয়াও শেষ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আহমদীর ছত্রে ছত্রে সেই নূরেরই বিকাশ হয় এবং হজরত মসিহ মাউদ আলাইহেস সালাম সেই নূরই প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। নবীদের প্রত্যেক বাক্য ও কার্য্য আলো। কাফেরদের প্রত্যেক কার্য্য ও বাক্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আপনি কি দেখিতেছেন না যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম শিক্ষার যে আলো ও আদর্শ নিয়া আগমন করেন, তাহা বেদ, পুরান, বাইবেল আদি পূর্ব্ববর্ত্তি গ্রন্থ সমুহে কোথায় ছিল? যখন তিনি আবির্ভূত হন, তখন আরবের অবস্থা কি ছিল এবং পরে কি হইয়াছিল? তিনি তৌহীদের যে উচ্চ মার্গ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা জগতে অন্যত্র কোথায় পাওয়া যায়? তিনি যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, অন্য কোন নবী সেই সফলতা লাভ করিয়াছিলেন? বর্ত্তমান যুগে আঁধারও অধার্ম্মিকতার যে অমানিশা ঘনাইয়া আসে, তাহাতে কোন নবীর জ্যোতিঃ তাহা বিদীর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে? কোন নবীর আধ্যাত্মিক বিকাশ এ যুগে খোদাতালার নূরকে দেদীপ্যমান আকারে প্রকাশ করিতেছে? কে আছেন, যিনি বলিতেছেন যে, তিনি সেইরূপ আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেমন ঈসা, মুসা, নূহ আদি আম্বিয়া আলাইহিস সালাম লাভ করিয়াছিলেন। কে বলিয়াছেন,—

আসমান বারাদ নেশান আলওয়াক্ত
মিগোয়েদ জমীন.
ইঁ হার দো আজ পায় তস্‌দিকে মান্
ইস্তাদা আন্দ।"

"আকাশ নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। পৃথিবী বলিতেছে এই সেই সময়, ইহারা উভয়েই আমার সত্যতার সাক্ষ্য দানে দণ্ডায়মান।" ইহা সত্ত্বেও যদি সেই 'নূর' সম্বন্ধে অপরিচিত থাকা যায় এবং কেচ্ছা কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে আমরা বাস্তবিকই নাচার। আল্লাহতালা সকলের হৃদয় কপাট খোলুন এবং প্রত্যেকের প্রাণে সেই নূর প্রবেশ করুন।

ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায়। তাহাতে দেখিতে পাই। মুসা (আঃ) ফেলিস্তিনে প্রবেশের পূর্ব্বেই পথিমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করেন। বাইবেল বলিতেছে, মৃত্যুকালে মুসা বিমর্ষ হইয়া বনি ইস্রাইলকে বলিলেন, তোমরা প্রতিশ্রুত দেশের দিকে আমার মুখ স্থাপন কর। তাঁহার মৃত্যুর পর বনি ইস্রাইল ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে পাগলের ন্যায় বিচরণ ও আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। তাহারা প্রতিশ্রুত দেশ দেখিতেও পায় নাই।

হজরত মুসা (আঃ) অপেক্ষা বড় নবী বনি ইস্রাইলে কেহ হন নাই। তাঁহারই এই অবস্থা। অন্যের সম্বন্ধে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁহারা কিরূপ তেজ নিয়া আসিয়াছিলেন এবং কিরূপ সফলতা লাভ করেন। হজরত ঈসাকে তো শত্রুগণ ক্রুশে চড়াইয়া নিধন করে। ইহার সাক্ষ্য ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়েই দিতেছে। অবশ্য মুসলমান বলিতেছে যে, শত্রুর ভয়ে আল্লাহতালা তাঁহাকে পৃথিবীতে স্থান দিতে না পারিয়া আকাশে তুলিয়া নিয়াছেন। অতএব, তিনি তাঁহার মিশন পূর্ণ না করিয়াই জগত হইতে প্রস্থান করেন। ক্কোরআন ও হাদিস উভয়েই তাঁহার উম্মতকে 'জাল্লীন' (পথ ভ্রষ্ট) বলিতেছে। ইহাদের যাবতীয় চেষ্টা পার্থিব জীবনের জন্য ব্যর্থ হইতেছে। (সুরাহ কাহাফ) ইহারা হজরত ঈসা এবং তাঁহার মা-কেও খোদা বানাইয়াছে। ক্কোরআন বলে, কিয়ামতের খোদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি কি তাঁহাকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পাঠাইয়াছিলেন? তখন হজরত ঈসা (আঃ) ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিবেন যে, তাঁহার জীবিত থাকা কাল পর্য্যন্ত খৃষ্টানরা এরূপ কোন ধারণার বশবর্ত্তি হয় নাই। সুতরাং ক্রুশ ধর্ম্মের এই বিপ্লবের প্রতীকার কে করিবে? কে জগতে প্রকৃত তৌহীদ আনিয়াছে? কে 'মগজুব' (অভিশপ্ত) ইহুদী ও 'জাল্লীন' (পথ ভ্রষ্ট) খৃষ্টানদের যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা সমুহের অপনোদন করিতেছে? তিনি সেই মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম। তাঁহার আনীত জ্ঞানবর্ত্তিকা কোরআন এবং এযুগে তাঁহার পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিশ্রুত মসিহ মাহদী ও তাঁহার খলিফা ও জমাত।

অতএব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামই প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সেই নবী, সেই যুগের আলো যিনি জগতের সকল অমানিশার অবসান করিতেছেন, করিয়াছেন এবং

জুমার খুৎবা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আধ্যাত্মিক বার্দ্ধক্য কোন জাতির উপর তখনই আসে, যখন উহা নিজে বার্দ্ধক্য কামনা করে।

সুতরাং, তোমারা অধ্যাত্মিক যৌবন শত শত, লক্ষ লক্ষ, বরং কোটি কোটি বৎসর পর্য্যন্ত কায়েম রাখিতে পার। ইহার নমুনাও আছে। আল্লাহতালা বলেন যে, পর জগতে 'জান্নাত' পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোন বৃদ্ধ থাকিবে না। ইহা এ কথার সাক্ষ্য যে, কোন জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে (রুহানী) যৌবন বজায় রাখিতে চাহিলে, বার্দ্ধক্য গ্রস্থ হইবেনা সুতরাং যদি তোমরা যুবা থাকিতে চাও. তবে তোমাদিগকে রোজ কোরবানী বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদি এই কার্য্যে তোমরা আনন্দ না পাও, তবে তোমরা খোদাতালার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে, ভান স্বরূপে হইলেও তোমাদের কোরবানী বৃদ্ধি কর। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে আগামী বৎসর তোমরা সাচ্চা দেলে খোদাতালার খাতিরে কোরবানী করিবার তৌফিক পাইবে। আল্লাহতালা তাহাদিগকে তৌফিক দিন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পার, যাহাতে খোদাতালা তোমাদিগকে যে উন্নতি দান করিতেছেন উহা সঙ্গে সঙ্গে তোমরা খোদাতালা এবং বিশ্বের দৃষ্টিতে ফেল না হও—তোমাদের কোরবানী রোজ বৃদ্ধি পায়. যেন তোমাদের দায়িত্বের গাড়ী বরাবর টানিতে পার।

করিবেন। সে যুগে তিনি দশ হাজার 'কুদ্দুসী' (সাধু প্রাণ) সহ খোদার আদির ধর্ম্ম নিকেতনকে শেরেক হইতে পবিত্র করেন এবং এযুগেও তিনি তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিকাশ ক্রমে জগতের সকল আঁধারও অমানিশার অবসান করিবেন। "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং প্রচণ্ড আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রকাশিত করিবেন।" সেই আক্রমণ সমূহ কি পৃথিবীর দিকে দিকে, বিশ্বব্যাপী দেখিতেছেন না কি? অতএব, সেই আলোর সন্ধান পাইতে বিলম্ব কি? মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (দঃ) শ্রেষ্ঠ নূর সিনাক্ত করিতে বাধা কি? আবরণ কোথায়।

তিনি যে কেতাব আনিয়াছেন, তিনি যে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যে আদর্শ ছিলেন এবং তাঁহার যে আধ্যাত্মিক বিকাশ পৃথিবীর সম্মুখে বিদ্যমান ইহাদের কোনটির সমকক্ষতা করিতে পারেন পৃথিবীতে এমন কোন নবী হইয়াছেন, কি বা সেই নবী কে? যদিও পেরিত্বের দিক দিয়া সকল নবীই সমান, আমরা তাঁহাদের কাহাকেও পৃথক করি না, তাঁহাদের মর্য্যদার তারতম্য আছে। খোদা তালা স্বয়ং বলেন, "তিলকার রুসুলু ফাজ্জালনা বাজাহুম আলাল বাজ।" "এই সকল রসুলের মধ্যে কাহাকেও আমি কাহারো উপরে স্থান দিয়াছি।" (সুরাহ বকারাহ) কিন্তু সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহকে (দঃ) কোরআন তাঁহাকে খাতামুন-নাবিয়ীন বলিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, "আদম তখনো মৃত্তিকা ও কর্দ্দমের মধ্যেই ছিলেন, যখন আমি খাতামুননাবিয়ীন।" অতএব আদমের সৃষ্টির উদ্দেশ্য মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (দঃ) আগমন। তিনি বলিয়াছেন যে খোদা বলেন "তোমাকে সৃষ্টি না করিলে আমি গ্রহ মণ্ডল সৃষ্টি করিতাম না।" (হাদিস কুদসী) অতএব সৃষ্টির সেরা তিনি। সূর্য্যের সূর্য্য তিনি। আলোর আলো তিনি তাঁহার চেয়ে আলোর বিকাশ পৃথিবীতে হয় নাই এবং হইবেও না। জগতের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই আলো বিরাজমান থাকিবে এবং পৃথিবীকে আলো দান করিতে থাকিবে—আধ্যাত্মিক বিকাশে, স্বর্গীয় নিদর্শনাবলীর সমাবেশে, শিক্ষা ও আদর্শের শীর্ষতায়। অন্য কোন নবী জীবিত নাই, শুধু এই নবীই (দঃ) জীবিত। তাঁহারই আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছায়া পৃথিবীতে বিদ্যমান। জ্ঞানে, কর্ম্মে, আদর্শে ও স্বর্গীয় সাহায্যে কে তাঁহার সমকক্ষতা করিবে? আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়া কর্ত্তৃক দুইজন দরিদ্র আহমদী ছাত্রকে বৃত্তি দানের সিদ্ধান্ত

এতদ্বারা জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে জানান যাইতেছে যে, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়া হইতে দুইজন দরিদ্র আহমদী ছাত্রকে তাহাদের মেধা ও প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

অতএব আপনাদের নিকট অনুরোধ, আপনারা স্ব স্ব জামাতের অভাবগ্রস্থ ছাত্রগণের নিকট হতে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত দরখাস্ত প্রাদেশিক আঞ্জুমনে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

(১) দরখাস্তকারীর নাম।

(২) পিতার নাম ব্যবসা ও আনুমানিক বার্ষিক উপার্জ্জন।

(৩) বর্ত্তমানে কোন শ্রেণী বা ইয়ারে পড়িতেছে।

(৪) আহমদীয়ত সম্বন্ধে জ্ঞান ও স্বভাব ইত্যাদি। জমাত নামাজে রীতিমত হাজির হয় কিনা, জমাতের কাজ কর্ম্মে বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজ কর্ম্মে ঠিক মত যোগদান করে কিনা।

(৫) শিক্ষার রেকর্ড, সে তাহার শ্রেণীতে মেধার দিক দিয়া বিশেষ স্থান অধিকার করে কিনা।

(৬) বৃত্তির জন্য প্রার্থী হইবার কারণ কি।

(৭) স্কুলের হেড মাষ্টারের সার্টিফিকেট।

রাবওয়াহতে ধর্ম্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য দুইজন বাঙ্গালী ছাত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত

এত দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট সাহেবানগণকে জানান যাইতেছে যে, প্রাদেশিক আঞ্জুমনের বিগত ১-৯-৫৯ ইং তারিখের মজলিশ আমেলার মিটিংএ ২ জন বাঙ্গালী ছাত্র রাবওয়াহস্থিত জামেয়াতুল মোবাশ্বেরীনে ধর্ম্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হইয়াছে। উক্ত ছাত্রগণের যাতায়াত খরচ প্রাদেশিক আঞ্জুমন আহমদীয়া এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় খরচ সদর আঞ্জুমন আহমদীয়া বহন করিবে।

সুতরাং আপনাদের আঞ্জুমনের কোন ছাত্র উপরোক্ত উদ্দেশ্যে রাবওয়াহ যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঐ ছাত্রের নাম, যাবতীয় বিবরণ, আপনাদের মতামত সহ পেরণের অনুরোধ করা যাইতেছে।

দরখাস্তকারী ছাত্র অনধিক ১৩ বৎসর প্রাইমারী পাশ, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান বয়স্ক হওয়া চাই। ইতি—জেনারেল সেক্রেটারী ই, পি, এ, এ।

আশা করি, আমাদের এই কয়েকটি ছত্র লিখার মধ্য দিয়াই আপনি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (দঃ) নূরের পরিচয় পাইবেন। আবার বলিতেছি, সেই নূরের দ্বারা বুঝায় মানবতার পূর্ণতম আদর্শ যাহা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্ঞানেও কর্ম্মে ছিলেন। সেই নূর দ্বারা বুঝায় তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব এবং তাঁহার সফলতা। সেই নূর দ্বারা বুঝায় তাঁহার আনীত শিক্ষাও কেতাব, কোরআন। সেই নূর দ্বারা বুঝায়। তাঁহার পবিত্র বক্ষ তাঁহার হৃদয় পট। সেই নূর দ্বারা বুঝায় তাঁহার সম্পূর্ণ অবয়ব যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বাহ্যাবরণ ছিল। সেই নূর দ্বারা বুঝায় তিনি পৃথিবীতে যে অলৌকিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং করিবেন সেই নূর দ্বারা বুঝায়, তাঁহার সংস্পর্শে মানব চিত্তে যে আলোক প্রকাশ পায়, তাঁহার শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্যোতির বিকাশ হয় এবং তাজা সদ্য ঐশী নিদর্শনাবলী। তারপর বুঝায় তাঁহার আত্মিক প্রতিধ্বনি যাহা জগতে প্রকাশিত হয় তাঁহার খলিফাগণও প্রকৃত উম্মতের মধ্যে এবং যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল মুসলমানগণের মধ্য হইতে আবির্ভূত তাহাদের ইমাম 'নবিউল্লাহ মসিহ' তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলীর প্রতীক প্রতিশ্রুত মাহদীর আকারে এবং অতঃপর যাহা এই বিকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। আপনি যে কোনটি আলোচনা পূর্ব্বক মোহাম্মদীয় নবুওতের সন্ধান লাভ করিতে পারেন এবং দেদীপ্যমানভাবে দর্শন করিতে পারেন কে আছে, যে, এই নূরের সন্ধান করে?

সেই নূর "আদমের পেশানীতে" কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল বা "আমেনার গর্ভে আসিয়াছিল" বা তারপরও কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। হইতেছে, বা হইবে আমাদের উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও কিছু কাঠিন্য থাকিলে বলিবেন। নূরে নবুওতে মোহাম্মদ মস্তাফা মার্ত্তণ্ড হইতেও উজ্জ্বলতর। সূর্য্যের তুলনা ইহার সহিত হয় না। সূর্য্য হইতে সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষা, বা শিক্ষার আলো লাভ করা যায় না, যাহা মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার আনীত ঐশীগ্রন্থ কোরআন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব এবং প্রতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। সূর্য্যের আলো হইতে আমরা কোন আধ্যাত্মিক

সত্যের শিক্ষা পাই ? সেই শিক্ষক 'সেরাজুম মুনির' উজ্জল মার্তণ্ড মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহেও আলিহী ও সাল্লাম এবং তাঁহারই পূর্ণতম খলিফা হইতেছেন হজরত মসিহ ও মাহদী হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আলাইহেস সালাম এবং সেই নুর আজ পূর্ণাকারে প্রকাশিত হইতেছে তাঁহার খলিফা হজরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ ও তাঁহার কামেল শিষ্যগণের মাধ্যমে, জমিন আসমানের সাক্ষ্য এবং পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহে।

ইহাও বলা আবশ্যক যে, কোরআন করীমের শিক্ষানুসারে পূর্ববর্ত্তি নবীগণের অনুবর্ত্তিতায় মানুষ উপরে শুধু 'সিদ্দিক' পর্য্যন্ত হইতে পারিত।

কিন্তু মোহাম্মদ (দঃ) এর অনুবর্ত্তিতা ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে মানুষ নবী পর্য্যন্ত হইতে পারে। অর্থাৎ, সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জল অহি এলহাম ও বহু ভবিষ্যবাণী লাভ করিতে পারে। নবুওতের দরজায় অন্য নবী পৌঁছাইতে পারিতেন না, কিন্তু মোহাম্মদ (দঃ) পারেন। তাঁহার আনীত পূর্ণ শিক্ষাও আদর্শ যেমন এক দিকে নুতন কোন শিক্ষার প্রয়োজন রোধ করে এবং নুতন কোন স্বাধীন শিক্ষকেরও প্রয়োজন রোধ করে তেমনি যিনি তাঁহার অনুবর্ত্তি এবং অনুবর্ত্তিতা দ্বারা তাঁহার নুরে নবুওতের পূর্ণ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া ও পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া হইয়া আসিয়াছেন. তিনিও এ যুগে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জলতমরূপে তাঁহার নুরে নবুওত প্র করিতেছেন। এই নুরের সন্ধান ব্যতীত তাঁহার নুরেরও সন্ধান পাওয়া যাইতে পারেনা।

আপিচ, ইহাও বলা আবশ্যক যে, আঁ হজরত (দঃ) সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালীন ধর্ম্ম নিয়া আসিয়াছেন। অন্য কোন নবী তদ্রূপ আসেন নাই। তাঁহারা বিশেষ কাল, বিশেষ জাতি ও বিশেষ দেশের জন্য ছিলেন। তিনি আসিয়াছেন সর্ব্ব চিরন্তন ও স্থায়ী সত্য সহ কোন অর্দ্ধ সত্য বা অস্থায়ী সত্য সহ নহে. যাহা কোন বিশেষ কাল, বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতির জন্য মাত্র উপযোগী ; বরং তাঁহার শিক্ষা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল কালের জন্য অভিপ্রেত। অতএব, তাঁহার শিক্ষার বস্তিকার সহিত বা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবের সহিত অন্য কোন নবীর তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার আলো শ্রেষ্ঠ আলো। জগতের সেরা মানুষ। মানুষের সেরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম। তিনি সেই আভীষ্ট পুরুষ, যাঁহার মধ্যে আল্লাহর জ্যোতিঃ পূর্ণতম উপায়ে প্রকাশিত হয়, অন্যান্য নবীগণের মধ্যে তাহা অপূর্ণকারে ঝিকিমিকি মাত্র প্রকাশিত হয় এবং তাঁহারা সকলেই জগতকে তাঁহারই দিকে অগ্রসর করিতে ছিলেন। যদি ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন. তবে আমরা বুঝিব যে, "নুরে মোহাম্মদীয়া" কি "পদার্থ" বুঝিতে পারিয়াছেন। ওয়াস সালাতুও আস-সালামু আলা হাসুলিল্লাহ ও আল-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

আখবারে আহমদীয়া

হজরত খলীফাতুল মসিহ (আইঃ) এর রোগ বিবরণ

বিগত কয়েক মাস যাবৎ হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (আইঃ) পীড়িত। হুজুর (আইঃ) যে কি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন ইহা জানিবার জন্য প্রত্যেক আহমদী উদগ্রীব। নিম্নে হুজুর (আইঃ) এর রোগ বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

এই বিষয় প্রত্যেক আহমদী অবগত আছেন যে, ১৯৫৫ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎ হুজুর (আইঃ) এর শরীরের বাম অংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আল্লাহ তালার ফজলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উহা দূর হয় সত্য, কিন্তু ঐ আক্রমনের কিয়দংশ বাকী থাকে। অতঃপর হুজুর (আইঃ) ঐ বৎসরই এপ্রিলে চিকিৎসার্থে ইউরোপ চলিয়া যান। ইউরোপের বিখ্যাত অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন, হুজুর (আইঃ) এর এই রোগের কারণ মস্তিস্কের এক ক্ষুদ্র অংশে সাময়িক রক্ত চলা চল লোপ পাওয়া। কোন কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার বলেন, এই রোগের কারণ হইল, মস্তিস্কের এই অংশের রক্তবাহী ধমনীর সংকোচন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, মস্তিস্কের এই অংশের কতিপয় সরু শিরার মধ্যে রক্ত জমা হওয়া রোগের কারণ। মোট কথা, এই বিষয়ে সকলেই এক মত ছিলেন যে, অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমই রোগের মূল কারণ। ইউরোপের অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ হুজুর (আইঃ) এর চিকিৎসা করিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন।

ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হুজুর (আইঃ) এর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকে। কিন্তু অতঃপর হুজুর (আইঃ) ১৯৫৬ইং সনে কোরআন করীমের তফসীরের কার্য্য আরম্ভ করেন। ঐ তফসির বর্ত্তমানে আমাদের সামনে 'তফসির সগীর' রূপে বিদ্যমান। এই মানসিক পরিশ্রমের ফলে পুনরায় হুজুর (আইঃ) এর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে এবং ১৯৫৬ সনের তুলনায় ১৯৫৮ সনে অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। ১৯৫৮ সনে বাত রোগের আক্রমণ ও ঘন ঘন হইতে থাকে যাতে শারীরিক দুর্ব্বলতা ও বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৯ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে হুজুর (আইঃ) সিন্ধু যাওয়ার পর মোটর দুর্ঘটনা হয় এবং তৎপর বাতের আক্রমন বৃদ্ধি পায়। বাত রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই করাচী হইতে রাবওয়াহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু এখানেও উপশম দেখা দিলনা এবং বাধ্য হইয়া চলা-ফেরা বন্ধ করিতে হইল। এপ্রিল মাসে অবস্থা একটু উন্নতি দেখা গেল এবং অল্প-কালের জন্য মজলিশ শুরার (বিশ্ব আহমদীয়া পরামর্শ সভা) অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় হুজুর (আইঃ) শয়নাবস্থায়ই থাকিতেন। ৭ই মে তারিখে হুজুর (আইঃ) "জাভা" গমন কালে রাস্তায় কষ্ট আরম্ভ হয় এবং "জাভা"তে উহা আরও বৃদ্ধি পায় ও ১৯৫৫ ইং সনের পর্য্যায়ে পৌঁছে, অর্থাৎ বাম বাহু দুর্ব্বল হওয়া, ভয়ানক স্নায়ুবিক বিহ্বলতা এবং ভুল ইত্যাদি। এতদ্দর্শনে হুজুর (আইঃ) কে রাবওয়াহ আনয়ন করতঃ সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের অভিজ্ঞ ডাক্তারগণকে ডাকা হয়। ডাক্তারগণের মতে ইহা ১৯৫৫ সনের রোগের পুনরাক্রমণ। কিন্তু প্রভেদ এই যে, এইবার সম্মুখভাগে অধিক আক্রমণ বশতঃ ভুল অধিক হয়। ক্রমশঃ।

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca